প্রয়োজন-তত্ত্ব

যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন। অভিধেয়-তত্ত্বে বলা হইয়াছে—জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে উপাসনা। আরও বলা হইয়াছে—পরতত্ত্ব-বস্তু ব্রহ্মের সঙ্গে স্বীয় সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই জীবের সংসার-ভয়-জন্মিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত করাই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সংসার-ভীতি হইতে উদ্ধারের বাসনা সেই উপাসনার প্রবর্ত্তকমাত্র।

উপাসনার প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ—এই শ্রুতিপ্রমাণ বলে) যখন সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়, তখন বুঝা যায়—পরব্রহ্ম ভগবান্ অপেক্ষা আপন-জন জীবের আর কেহই নাই এবং ইহাও তখন জানা যায় যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধটীও অতি মধুর ; যেহেতু, সেই আনন্দস্বরূপ, রস-স্বরূপ ব্রহ্ম পরম-মধুর, তাঁহার মাধুর্য্যের সমান বা অধিক মাধুর্য্য আর কোথাও নাই। ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি॥ জীবকে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য, সেই মাধুর্য্যভাণ্ডারের দ্বারা জীবকে বরণ করার জন্য রসঘনবিগ্রহ পরম-মধুর ব্রহ্মও বিশেষ আগ্রহান্বিত ; যেহেতু, তিনি সত্যং শিবম্ সুন্দরম্। ইহা যখন সাধক বুঝিতে পারে, তখন আর জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপজ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনা তাহার থাকে না ; নিতান্ত আপনজনভাবে প্রাণমন ঢালা প্রীতির সহিত তাঁহার সেবার জন্যই তখন সাধক-জীবের তীব্র লালসা জন্মে। তাই, নৃসিংহদেব যখন কৃপা করিয়া প্রহ্লাদকে দর্শন দিয়া বরপ্রার্থনা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—"নাথ জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ভবাম্যহম্। তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ যা প্রীতিরবিবেকীনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥—হে প্রভো, আমার কর্ম্মফল অনুসারে আমাকে সহস্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে ; কিন্তু প্রভো, যখন যে যোনিতেই থাকি না কেন, তোমার চরণে আমার যেন অবিচলা ভক্তি থাকে। অবিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েতে যেরূপ অবিচ্ছিন্না প্রীতি থাকে, আমার হৃদয়েও যেন তোমার প্রতি সেইরূপ অবিচ্ছিন্না রতি থাকে, সেই প্রীতি হৃদয়ে পোষণ করিয়াই আমি যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে তোমার স্মরণ করিতে পারি।"

বস্তুতঃ, রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের মাধুর্য্যের আকর্ষণীশক্তি এতই অধিক যে, সাধক-জীবের কথা তো দূরে, জীবন্মুক্ত আত্মারাম-মুনিগণ পর্য্যন্তও তাঁহার সেবা পাওয়ার জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥ শ্রী, ভা, ১।৭।১০॥" আবার মোক্ষপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণও যে রসঘনবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হন, শ্রুতিতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। "মুক্তা অপি এনং উপাসীত ইতি। সৌপর্ণশ্রুতি।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥ ২।৫।১৬॥" বেদান্তসূত্রও একথা বলেন। "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম॥ ব্র, সূ, ৪।১।১২॥—মুক্তিপর্য্যন্ত উপাসনা করিবে; মুক্তিতেও (তত্রাপি) উপাসনার কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।"

এই যে সেবাবাসনা, কেবলমাত্র রসঘনবিগ্রহ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই এই সেবাবাসনা। স্বরূপশক্তি-কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে ইহারই নাম হয় প্রেম। সম্বন্ধের স্মৃতি জাগ্রত হইলে প্রেমই হয় সাধকের একমাত্র কাম্যবস্তু, একমাত্র পুরুষার্থ, একমাত্র প্রয়োজন। শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে, একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই তাহা সম্ভব। রসস্বরূপকে পাওয়ার অর্থই হইতেছে—সম্বন্ধানুরূপ ভাবে তাঁহাকে পাওয়া, তাঁহাকে সেব্যরূপে পাওয়া।

যাহা হউক, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের রস-স্বরূপত্বের, আনন্দ-স্বরূপত্বের মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ এইরূপ সেবাবাসনা সাধকের চিত্তে জাগ্রত হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠা হইল কিন্তু তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ—নিত্য, অবিচ্ছেদ্য, ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। জীবের সহিত ব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্মও জীবের

উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। চুম্বকের সহিত লৌহের একটা অনুকূল সম্বন্ধ আছে বলিয়াই চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের সহিত তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই চুম্বক স্বর্ণ বা রৌপ্যকে আকর্ষণ করে না। ভগবানের মাধুর্য্য হইল বিভু-চুম্বকতুল্য, আর জীব হইল অণু-লৌহ তুল্য। মৃত্তিকাস্তূপে আচ্ছন্ন ক্ষুদ্রলৌহ-শলাকা সমীপবর্ত্তী সুবৃহৎ চুম্বকখণ্ড কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেও চুম্বকের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু মৃত্তিকাস্তূপ অপসারিত হইলেই লৌহ-শলাকাটী ছুটিয়া আসিবে চুম্বকের নিকট। ভগবানের সহিত বহির্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধের জ্ঞানটী বহির্ম্মুখতার সুদৃঢ় আবরণে সম্যক্‌রূপে আবৃত। তাই, সম্বন্ধজ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপ সেবাবাসনা ভগবানের দিকে ছুটিয়া যাইতে পারে না। ভগবৎ-কৃপা-পরিপুষ্ট সাধনের প্রভাবে বহির্ম্মুখতার আবরণ দূরীভূত হইলেই সম্বন্ধের জ্ঞানটী জাগ্রত হয়, সেবাবাসনাটী ভগবানের দিকে ছুটিয়া যায়। সম্বন্ধের জ্ঞান জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের আকর্ষকত্ব জীবকে বিচলিত করিয়া তোলে—তাঁহার সেবার জন্য। এই সেবাবাসনা সম্বন্ধের জ্ঞান হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ইহার পশ্চাতে জন্ম-মৃত্যু-ত্রিতাপ-জ্বালাদির ভয় হইতে উদ্ধার-লাভের বাসনার স্থান নাই, যদিও তাহা সাধনের প্রবর্ত্তক। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন যেন রাত্রিকালে, একটা ঘরের মধ্যে মাটী হইতে কিছু উপরে একটা দীপাধারের মাথায় একটা প্রদীপ আছে। প্রদীপটীর চারিদিকেই কাঠের আবরণ। এই অবস্থায় প্রদীপটীও দেখা যাইবে না, তাহার আলোও প্রকাশিত হইবে না। কাজেই ঘরটী হইবে অন্ধকারময়। ঘরের অন্ধকার দূর করার জন্য যদি কেহ কাঠের আবরণটী সরাইয়া দেয়, তৎক্ষণাৎই প্রদীপটীও দেখা যাইবে, তাহার আলোও সকল দিকে প্রকাশিত হইয়া ঘরটীকে আলোময় করিয়া তুলিবে। এস্থলে, অন্ধকার দূর করার বাসনাই হইল আবরণ সরাইবার চেষ্টার প্রবর্ত্তক। অন্ধকার দূর করার বাসনা, বা আবরণ সরাইবার চেষ্টা কিন্তু প্রদীপটীতে আলো সঞ্চার করে না। প্রদীপে স্বভাবতঃই—আলো আছে, আবরণ দূর হইলে তাহা আপনা-আপনিই প্রকাশিত হয়। প্রদীপের সহিত আলোকের যে সম্বন্ধ, অগ্নির সহিত তাহার জ্যোতির বা দাহিকাশক্তির যে সম্বন্ধ, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সহিতও সেবাবাসনার তদ্রূপ সম্বন্ধ। মায়াবদ্ধ জীবের এই সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া সেবাবাসনাও প্রচ্ছন্ন থাকে—কাঠের আবরণে আবৃত প্রদীপের প্রভার ন্যায়। কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় সম্বন্ধের জ্ঞান যখন প্রকাশ পায়, উজ্জ্বল হয়, তখন ঐ সেবাবাসনা আপনা-আপনিই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সাধকের চিত্তকে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে—আবরণমুক্ত প্রদীপের প্রভায় ঘর যেমন আলোকময় হয়, তদ্রূপ। সাধন—সম্বন্ধকে যেমন জন্মায় না, সেবা-বাসনাকেও জন্মায় না। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ যেমন অনাদি, নিত্য, সেবাবাসনাও তেমন অনাদি, নিত্য—প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে মাত্র। ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট-সাধন এই প্রচ্ছন্নতাকে দূর করে, তখন যাহা অনাদিকাল হইতেই আছে, তাহা প্রকাশ পায়।

শ্রুতিতে মায়াবদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কেবল ব্রহ্মকে জানার কথা এবং নিজেকে জানার কথাই বলা হইয়াছে। আত্মানং বিদ্ধি। জানিবার জন্যই জিজ্ঞাসার কথা—আত্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। বেদান্তের প্রথম সূত্রই হইতেছে—অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। কি উপায়ে জানিতে হইবে, তাহা বলিতে যাইয়াই উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। গোড়ার কথা হইল—ব্রহ্মকে জানা এবং নিজেকে জানা, তৎ-পদার্থের জ্ঞান এবং ত্বং-পদার্থের জ্ঞান। এই দুইটী জানা হইলেই উভয়ের মধ্যের সম্বন্ধটী জানা যাইবে। তাহা হইলে বুঝা গেল, জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রুতিতে যত কিছু উপদেশ আছে, সমস্তের লক্ষ্যই হইল—জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান। এই জ্ঞানটী স্ফুরিত হইলে আর কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না; ইহার পরের বস্তুগুলি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে। সেবাবাসনাও তখন আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে। এই সেবাবাসনা জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধেরই একটা স্বরূপগত ধর্ম্ম—জ্যোতিঃ যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, প্রভা যেমন প্রদীপের ধর্ম্ম—তদ্রূপ। "প্রদীপ আন" বলিলে যেমন আলোক আনাই বুঝায়, তদ্রূপ জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করা বলিলেই সেবাবাসনাকে জাগ্রত করাই বুঝায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য। এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—জীব-চিত্তে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সেবাবাসনাকে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত করানই উপাসনার উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ হইলেই সেবা পাওয়া যায় না। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের (ভক্তির) কৃপাতেই এই সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ; তাহা অভিধেয়-তত্ত্বে বলা হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় সাধকের প্রাকৃত মনে শ্রীকৃষ্ণসেবার একটা বাসনা হয়তো জন্মিতে পারে; কিন্তু তখনও ইহা প্রাকৃত মনের বৃত্তি বলিয়া প্রাকৃতই থাকিবে; এই অবস্থায় ইহার সার্থকতা বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট সাধনের ফলে মন যখন স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সেবাবাসনাও তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন আর উহা প্রাকৃত থাকেনা—অপ্রাকৃত হইয়া যায়।

এতাদৃশী সেবাবাসনা যখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সর্ব্বদা নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী শক্তির (স্বরূপশক্তির) কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির সহিত মিলিত হয় (প্রতিসন্দর্ভ। ৬৫।), তখন ভগবৎ-প্রেম নামে অভিহিত হয়। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সম্যক্‌বিকাশে সেবাবাসনা যেমন আপনা-আপনিই স্ফুরিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষের সহিত সেবাবাসনার মিলনও তদ্রূপ আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়, ইহা কোনও চেষ্টার ফল নহে। ভগবৎ-কৃপাপুষ্ট উপাসনার ফলে জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের জ্ঞান বিকাশপ্রাপ্ত হইলে আপনা-আপনিই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। শেষ ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে ইহাও বলা যায়—প্রেমপ্রাপ্তিই উপাসনার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। এই প্রেমপ্রাপ্তিতেই সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে; যেহেতু প্রেমলাভ হইলেই জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারে। ইহাই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ বা মুখ্যকামবস্তু। এজন্যই প্রেমকে মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হয়।

এস্থলে যাহা বলা হইল, বেদান্তের "সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হি অন্যে॥ ৩.৩।২৮॥"-এই সূত্রের তাৎপর্য্যও তাহাই। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—"সম্পরায়ো ভগবান্ সম্পরায়ন্তি তত্ত্বানি অস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে। তত্র ভব ইত্যণ্ স্মরণাৎ। তস্মিন্ সতি ঐচ্ছিকস্তত্ত্ববিমর্শঃ ন নিয়তঃ। কুতঃ তর্ত্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্য ছেত্তব্যস্য পাশস্য অভাবাৎ। তথাহি অন্যে বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদি।" এই ভাষ্যের স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ—যাঁহাতে সমস্ত তত্ত্ব মিলিত হয়, তিনি সম্পরায়; ইহাই সম্পরায়-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। সমস্ত তত্ত্বের মিলন হয় পরব্রহ্ম ভগবানে। সুতরাং সম্পরায়-শব্দে ভগবান্‌কেই বুঝায়। সম্পরায়-শব্দবাচ্য-ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেমকেই সাম্পরায় বলে। চিত্তে প্রেম জাগ্রত হইলে ভগবচ্চিন্তা হইয়া পড়ে ঐচ্ছিকী—অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত; তখন ভগবানের—তাঁহার রূপগুণাদির, সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের চিন্তাব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা মনে জাগে না; অন্য চিন্তা আপনা-আপনিই মন হইতে দূরে সরিয়া যায়; ইহাও স্বাভাবিক—কোনও কিছুদ্বারা নিয়ন্ত্রণের ফল নহে। যেহেতু, তখন সংসার-পাশ হইতে উত্তরণের বাসনাদিই থাকে না—তর্ত্তব্যাভাবাৎ। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা-আপনিই দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রেমোদয়ে সংসার-পাশাদি ছেদনের বাসনাও স্বতঃই দূরে অপসারিত হইয়া যায়। তখন জীব শোক-মোহের অতীত হইয়া বীতশোক হয়। "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ৩।১।২॥—শরীররূপ বৃক্ষে মায়ামুগ্ধ জীব মুহ্যমান হইয়া দীনচিত্তে শোক করিতে থাকে। সাধনের ফলে যখন ভগবান্‌কে এবং তাঁহার মহিমাকে জানিতে পারে, তখন সেই জীবের আর কোনও শোকের কারণ থাকে না।" বস্তুতঃ তখন সংসার-পাশই থাকে না, প্রেমের আবির্ভাবে আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত বন্ধন দূরীভূত হইয়া যায়। একথাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলিয়াছেন। "প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন॥ ১।৮।২৩.২৪॥" এই উক্তির অনুকূলে ভাষ্যকার "ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রেমের আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-সেবাবাসনা যে স্বাভাবিক ভাবেই স্ফূর্ত্ত হইয়া পড়ে, উল্লিখিত বেদান্তসূত্র হইতে তাহাই জানা গেল। সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার স্ফূর্তিতেই সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণতম বিকাশের পরিচয়। সুতরাং যদ্দ্বারা সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার স্ফূর্তি হয় এবং কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই হইল মুখ্যপ্রয়োজনতত্ত্ব। "ভক্তিফল—প্রেম প্রয়োজন॥ ২।২৩।২॥"

সাধ্য

সকল ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিতে সমান আনন্দ নহে। ভগবান আনন্দস্বরূপ; সুতরাং যে কোনও স্বরূপই আনন্দময়—যে কোনও স্বরূপের উপলব্ধিতেই জীব আনন্দী হইতে পারে, নিত্য শাশ্বত আনন্দলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে কোনও স্বরূপের উপলব্ধিতে আনন্দ পাওয়া গেলেও সকল স্বরূপের উপলব্ধিজনিত আনন্দ সমান নহে। চিচ্ছক্তির বিলাসেই আনন্দের বৈচিত্রী; যে স্বরূপে চিচ্ছক্তির বিলাস যত বেশী, সেই স্বরূপেই আনন্দের বিলাসও তত বেশী, সেই স্বরূপেই মাধুর্য্যাদিও তত বেশী।

ব্রহ্মানন্দ বৈচিত্রীহীন স্বরূপানন্দ। নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্ত-শক্তিক ব্রহ্মও আনন্দস্বরূপ; এই ব্রহ্মের উপলব্ধিতেও আনন্দ আছে; কিন্তু ব্রহ্মে চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তি নাই বলিয়া আনন্দের কোনওরূপ বৈচিত্রী নাই; ব্রহ্মের উপলব্ধিতে যে আনন্দ, তাহা কেবল স্বরূপানন্দ; তথাপি ইহাও নিত্য শাশ্বত আনন্দ—এই আনন্দেরও কোটি-অংশের এক অংশও মায়িক জগতে দুর্লভ।

পরমাত্মার অনুভব। পরমাত্মায় শক্তির কিছু বিকাশ আছে; শক্তির বিকাশে পরমাত্মার রূপ আছে, রূপ-মাধুর্য্য আছে; পরমাত্মার অনুভবে, তাঁহার রূপ ও রূপমাধুর্য্যের অনুভবে এক অপূর্ব্ব আনন্দ পাওয়া যায়; ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা তাহা বহুগুণে লোভনীয়। কিন্তু পরমাত্মার লীলা নাই, লীলাপরিকর নাই। সুতরাং লীলাপরিকরদের সহচর্য্যে লীলার ভিতর দিয়া আনন্দস্বরূপের যে আনন্দ স্ফুরিত হয়, পরমাত্মার উপলব্ধিতে সেই পরম-লোভনীয় আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণানুভবে আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যে সমস্ত স্বরূপের পরিকর আছে, লীলা আছে,—তাঁহাদের উপলব্ধিতে তাঁহাদের রূপ-গুণাদির সঙ্গে সঙ্গে লীলামাধুর্য্যের আস্বাদনও সম্ভব; সুতরাং এই সকল স্বরূপের উপলব্ধিতে যে আনন্দ, পরমাত্মার অনুভবজনিত আনন্দ অপেক্ষাও তাহার চমৎকারিতা অনেক বেশী। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ—সুতরাং রূপ-গুণাদির বা লীলার মাধুর্য্যও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—অসমোর্দ্ধ। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনুভবেই আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন-চমৎকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভগবৎ-সান্নিধ্য। ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধিতে আনন্দ পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু উপলব্ধির উপায়টী কি? আস্বাদনের নিমিত্ত আস্বাদ্য বস্তুর সান্নিধ্য অপরিহার্য্য; সুতরাং জীবের পক্ষে ভগবানের আনন্দ-স্বরূপত্বের উপলব্ধির বা আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য অপরিহার্য্য; কিন্তু জীব এই ভগবৎ-সান্নিধ্য কিরূপে পাইতে পারে?

আবার ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হইলেই আনন্দাস্বাদন সম্ভব কিনা? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আনন্দাস্বাদনের নিমিত্ত জীবের একটা স্বাভাবিকী স্পৃহা আছে। অনিত্য এবং দুঃখ-সঙ্কুল বা পরিণাম-দুঃখময় হইলেও সংসারে জীব একরকম আনন্দ পায় এবং তাহার আস্বাদনে আনন্দাস্বাদন-বাসনা তৃপ্ত না হইলেও জীব তাহা আস্বাদন করে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সুখ অনুভবও করে; সুতরাং আনন্দাস্বাদনের যোগ্যতাও যে জীবের আছে, তাহাও মনে করা যায়। আনন্দাস্বাদনের যোগ্যতা যখন জীবের আছে, তখন আনন্দ-স্বরূপের সান্নিধ্য লাভ হইলে তাহার পক্ষে আনন্দের আস্বাদন অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সান্নিধ্যবশতঃ আনন্দের আস্বাদন তাহার পক্ষে সম্ভব হইলেও আনন্দ-বৈচিত্রীর কিম্বা আনন্দ-চমৎকারিতার আস্বাদন কেবল সান্নিধ্য দ্বারাই লাভ হইতে পারে না। এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

সেবাই আনন্দাস্বাদনের হেতু। রস-স্বরূপ হইয়াও ভগবান রসিক, রস-আস্বাদক। তিনি লীলারস আস্বাদন করেন; লীলারস আস্বাদনের নিমিত্তই তাঁহার লীলা এবং লীলা-পরিকর। কিন্তু এই লীলায় কেবল নিজে রস-আস্বাদন করাই ভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে,—তাঁহার ভক্তবৃন্দকে, লীলাপরিকরগণকে লীলারস আস্বাদন

করানও তাঁহার উদ্দেশ্য; বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায়; কারণ, তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তই তাঁহার প্রাণ, ভক্তভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না; সুতরাং ভক্তের সুখই তাঁহার প্রধান অভিপ্রেত। বিশেষতঃ হ্লাদিনীশক্তির ধর্ম্ম হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। হ্লাদিনী নিজকেও সুখ দেয়, অপরকেও সুখ দেয়—হ্লাদিনীর ধর্ম্মই এরূপ। শ্রীকৃষ্ণ "হ্লাদিনী দ্বারায় করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।" হ্লাদিনী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেও আনন্দ আস্বাদন করেন, ভক্তগণকেও আনন্দ আস্বাদন করান। আবার, পরিকর-ভক্তদের মধ্যে এই হ্লাদিনী প্রেমরূপে পরিণত হইয়া সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন এবং আশ্রয়-ভক্তকেও ভগবানের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করান। প্রেমের সহিত সেবাই আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের সর্ব্ববিধ মাধুর্য্য আস্বাদনের দ্বার। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন "আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্বস্বপ্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়।" যাঁহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে সমর্থ—এই আস্বাদনের উপায়ও প্রেমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা।

জীবের সাধ্য। তাহা হইলে দেখা গেল—শ্রীভগবানের লীলা-পরিকরত্ব লাভ করিয়া স্বাভীষ্ট লীলায় যদি ভগবানের লীলানুরূপ সেবা করা যায়, তাহা হইলেই ভগবানের আনন্দ-স্বরূপত্বের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে—তাহা হইলেই ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপায় এবং ভগবৎ-সেবার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ জীব আনন্দ-বৈচিত্রী অনুভব করিতে পারে। কেবল সান্নিধ্য-দ্বারাও আনন্দাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু লীলা-পরিকরত্ব লাভ করিতে না পারিলে আনন্দের বৈচিত্রী-আস্বাদন—পরমানন্দের পরাবধি আস্বাদনের সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা আনন্দবৈচিত্র্যের আস্বাদন-লিপ্সু, পরিকরত্ব-লাভই তাঁহাদের কাম্য এবং পরিকররূপে ভগবানের সেবাই তাঁহাদের অভীষ্ট এবং ইহাতেই তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধি কৃষ্ণদাসত্বের পরিণতি বা পর্য্যবসান। কিন্তু পরিকররূপে সেবা পাইতে হইলে মুখ্য প্রয়োজন প্রেমের; যেহেতু, প্রেমব্যতীত সেবা সম্ভব নহে। তাই প্রেম হইল জীবের মুখ্য সাধ্যবস্তু। এজন্যই প্রেমকে প্রয়োজনতত্ত্ব বলা হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্য। আনন্দাস্বাদন জীবের স্বাভাবিক কাম্য হইলেও এবং যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সান্নিধ্যে বা পরিকররূপে সেবা-দ্বারা সেই আনন্দাস্বাদন পাওয়া গেলেও, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবগণ একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-জনিত আনন্দাস্বাদনের লোভই তাঁহাদের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তক নহে; সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছাই তাঁহাদের সেবার একমাত্র প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যই হইল কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা; কারণ, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রভু; প্রভুর সেবাই দাসের কর্ত্তব্য এবং সেব্যের প্রীতিবিধানই সেবার একমাত্র তাৎপর্য্য। এই সেবায় আত্মসুখানুসন্ধানের স্থান নাই; যদি কিছু আত্মসুখানুসন্ধান থাকে, তবে যতটুকু আত্মসুখানুসন্ধান থাকিবে, ততটুকু শ্রীকৃষ্ণসেবাই পণ্ড হইবে, ততটুকুই জীব-স্বরূপের কর্ত্তব্যের অবহেলা হইবে। কেবল ততটুকু কেন, কলসী-পরিমিত দুগ্ধে বিন্দু-পরিমাণ গোচনার ন্যায় সামান্য মাত্র স্বসুখবাসনাও সমস্ত-সেবাকে পণ্ড করিয়া দিতে পারে। তাই, স্বসুখবাসনা-গন্ধ-লেশ-শূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভীষ্ট বস্তু—ইহাই এই সম্প্রদায়ের সাধ্য বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে ব্রজে লীলা করিয়াছেন এবং কলিতে শচীনন্দনরূপে নবদ্বীপে লীলা করিয়াছেন। উভয় লীলাই তাঁহার স্বয়ংরূপের লীলা এবং উভয় লীলার সমবায়েই তাঁহার লীলার পূর্ণতা। তাই উভয় লীলার সেবাতেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবার পূর্ণ সার্থকতা। উভয় লীলার সেবাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাম্য। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥" (নবদ্বীপলীলা-প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য)।

জীবের সেবা আনুগত্যময়ী। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাও চারিভাবে হইতে পারে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকর আছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারিভাবের যে কোনও ভাবের আনুগত্যে জীব শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারে। আনুগত্যে বলার হেতু এই যে—জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস; আনুগত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার; স্বতন্ত্রময়ী সেবায় তাহার অধিকার নাই। তাই জীবের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হইবে আনুগত্য-

ময়ী—**স্বীয়-অভীষ্ট**-ভাবানুকূল পরিকরদের আনুগত্যে তদনুরূপ লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হইবে তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য।

কোন ভাবে কাহার আনুগত্য। দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে যাঁহার লোভ জন্মিবে, দাস্যভাবের পরিকর রক্তক-পত্রকাদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব লাভই হইবে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু। সখ্যভাবে লুব্ধ ভক্তের অভীষ্ট হইবে সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব, বাৎসল্য-ভাবে লুব্ধ ভক্তের অভীষ্ট হইবে নন্দ-যশোদাদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব এবং মধুর-ভাবে লুব্ধ ব্যক্তির অভীষ্ট হইবে শ্রীরাধিকাদি বা শ্রীরূপ-মঞ্জরী-আদির আনুগত্যে ব্রজপরিকরত্ব লাভ করা।

চারিভাবের বিশেষত্ব। এই চারিভাবের মধ্যে দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধির আধিক্য, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি বিকাশেরও আধিক্য, সেবা-পরিপাটী-প্রকাশেরও আধিক্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যত্বেরও আধিক্য। মধুরভাব অন্য-সমস্ত ভাব অপেক্ষা সেবা-মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ; মধুরভাব বা কান্তা-প্রেম হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেবা পাওয়া যায়। "পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।" এই মধুরভাবে আনন্দ-চমৎকারিতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং মধুর-ভাবের সেবাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মতে সাধ্য-শিরোমণি। (আদিলীলার ৪র্থ শ্লোকের টীকায় ১৪-১৭ পৃষ্ঠায় উন্নত এবং উজ্জ্বল শব্দদ্বয়ের অর্থ দ্রষ্টব্য)।